ফ্রয়েডের দৃষ্টিতে অহম্

সোমনাথ ভট্টাচার্য

আমার শিক্ষক জীবনে দেখেছি বিজ্ঞান কলেজের তথাকথিত উচ্চশিক্ষিত ছাত্রছাত্রীগণ ফ্রয়েড সম্বন্ধে একটা স্বচ্ছ ধারণা রাখেন না। অদ্ভুত ব্যাপার এই যে আমাকে অনেকেই বলেছেন—'ফ্রয়েড হলেন একজন যৌনবিজ্ঞানী, যাঁর মতে যৌনবৃত্তির পরিতৃপ্তির মধ্যেই মানুষ তার শ্রেয়কে খুঁজে পেতে পারে।'—কথাটা যে কতকখানি ভুল সেটা আজ ২০১৩ সালে বিচার করবার সময় এসেছে। একবার একটা বাংলা মাসিক পত্রিকায় ফ্রয়েডকে চিন্তাশীল না বলে 'চিন্তাশ্লীল' বলা হয়েছিল। এটিকে শ্লিপ অফ পেন বলা যায়। নানা বিষয়ে আমাদের যেসব ভুল হয়—সেসব কথার ভুল, পড়ার ভুল, লেখার ভুল, শোনার ভুল, ছাপার ভুল, তাদের মধ্যে একটির নিদর্শন এটি। এইসব মজার মজার ভুলের ব্যাখ্যা দিয়ে ফ্রয়েড একটি বই লিখেছিলেন (Psychopathology of Everyday Life)। তবে ফ্রয়েডের সঙ্গে অশ্লীলতাকে জড়িয়ে ফেলার একটা ছোটো খাটো কারণও আছে। প্রথম জীবনে ফ্রয়েড যখন মানসিক রোগীর চিকিৎসা করতেন তখন তিনি দেখিয়েছিলেন যে আমাদের মনের মধ্যে যে অবদমিত যৌন বাসনা-কামনা আছে সেগুলিই ঢুঁ মেরে নানাবিধ মনোরোগ সৃষ্টি করে (ফ্রয়েড প্রথম জীবনে যেসব রোগী দেখতেন, তাদের বেশিরভাগই যে অসুখে আক্রান্ত, সেটিকে তখনকার দিনে হিস্টিরিয়া বলা হত)। হিস্টিরিয়া আজও হয় তবে তার সিমটমগুলো কিছুটা বদলে গেছে। এখন হিস্টিরিয়া নামটাও আর প্রচলিত নেই। এসব কথায় পরে আসব। আগে বিজ্ঞানী ফ্রয়েডকে এবং মনোরোগ চিকিৎসক ফ্রয়েডকে কিছুটা বুঝে নেওয়া হোক।

ফ্রয়েডের গুরুদের মধ্যে কয়েকজন ছিলেন বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী হেলম্‌হোৎজের ছাত্র (Helmholtez) – Ernst Brücke, Emil du Bois Reymond (এঁরা প্রত্যেকেই হেলম্‌হোৎজের মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন এবং সেই মন্ত্রেই ফ্রয়েডকেও দীক্ষা দিয়েছিলেন)। ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, ফিজিক্যালিস্ট বিজ্ঞানীদের মধ্যে হেলম্‌হোৎজ হলেন সুপ্রিম জিনিয়াস। হেলম্‌হোৎজের জীবনদর্শন ছিল— 'Conservation of man and energy'। ঐতিহাসিকদের মতে ফ্রয়েডকে যদি তিনটি কথায় প্রকাশ করতে হয়, তাহলে বলতে হবে—১. ফ্রয়েড ছিলেন একজন মোনিস্ট (monist) অর্থাৎ অদ্বৈতবাদী বা একাত্মবাদী। ২. Determinist বা নিয়তিবাদী। ফ্রয়েড বিশ্বাস করতেন প্রত্যেক কাজেরই একটা কারণ আছে। সেটি সহজে ধরা না গেলেও, বিনা কারণে কিছুই সংঘটিত হয় না (নিয়তিবাদের একটি সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন ড. সুকুমারী ভট্টাচার্য তাঁর 'নিয়তিবাদ' বইতে। লেখিকার

মতে দৈবও আমাদের কর্মেরই সৃষ্টি। অর্থাৎ যাকে আমরা—'কি করব ওটা তো আমার ভাগ্যে ছিল বলে এড়িয়ে যাই, সেটাও কিন্তু আমাদের পূর্ব কর্মের সৃষ্টি। যদিও এই মতবাদের সঙ্গে আর একটি প্রচলিত মতবাদের সংঘাত হতে পারে। যেমন 'দৈবং ফলতি সর্বত্র। ন বিদ্যা ন চ পৌরুষ'—কিন্তু বর্তমান লেখকের মতেও কর্মই আমাদের তথাকথিত ভাগ্যকে সৃষ্টি করে।) এবং ৩. 'Conservation of man and energy-তে বিশ্বাসী। এই বিশ্বাসের টান ফ্রয়েডকে একসময় খুঁজতে বাধ্য করেছিল সেই unified field এনার্জিকে, যা আজও মানুষের কাছে অধরাই রয়ে গেছে। ফ্রয়েড তাঁর 'Project for a Scientific Psychology' (১৯০৫)-তে দেখাবার প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন যে আমাদের মনের দুটি প্রচোদন শক্তি (ভালোবাসবার ইচ্ছা এবং বিদ্বেষ করার ইচ্ছা একটি নিবিড় সাইফোর্স (Psiψforce)–শক্তি ও তাদের সন্ততি। ওদিকে জড় জগতে যে চারটি শক্তি, gravitation, electro magnetic শক্তি এবং পরমাণুর অন্তর্দেশের স্ট্রং এবং উইক শক্তি এই চারটিই এক বৃহৎ শক্তির চারটি সন্ততি। সেই বৃহৎ জড় পিতৃত্বকে যদি আমরা সাংখ্যের ভাষায় eternal maternality বা পরাপ্রকৃতি বলি, তাহলে এই পরাপ্রকৃতি এবং ফ্রয়েডের এই পরা সাই—এ দুটির কি এক অভিন্ন পিতৃত্ব আছে—এই ছিল ফ্রয়েডের প্রধান জিজ্ঞাসা। যার আজও উত্তর মেলেনি। এসব ছেড়ে আপাতত আমরা একটু দৈনন্দিন জীবনে ফিরে আসি।

ফ্রয়েডের আবিষ্কারগুলির মধ্যে বিশেষ করে লক্ষণীয় Dynamic Unconscious; ডাইনামিক বলতে যেটি কর্মমুখী, আমার নিজের বলতে ইচ্ছে করে অত্যুৎসাহী অবচেতন। কিন্তু সর্বজনবিদিত এই অবচেতন বৃত্তান্ত ছাড়া ফ্রয়েড আমাদের আরো অনেক কথা বলে গেছেন, যেগুলি তাঁর সাক্ষাৎদৃষ্ট গবেষণার ফল। এগুলির মধ্যে আমার মতে একটি প্রধান তথ্য হল ফ্রয়েডের ত্রিভঙ্গ মূর্তি মানসিকতার বর্ণনা (The Tripartite model of the mind)। এটি তিনি আমাদের উপহার দিয়েছেন—'The Ego and The Id' বইতে। যেটি ফ্রয়েডের ছাব্বিশ খণ্ডে সম্পূর্ণ গ্রন্থাবলীর উনিশ খণ্ডে পাওয়া যাবে। পাঠকের জ্ঞাতার্থে আমি সম্পূর্ণ রেফারেন্স দিচ্ছি।—ফ্রয়েড, S–1923– 1961 ; 'The Ego and The Id': in J. Strachey ed. and trans. Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud vol.19, pages-1–66, London, Hogarth Press। এই বইতে ফ্রয়েড বলছেন, আমাদের মনটি তিনটি স্ট্রাকচারে বা অঙ্গে বিভক্ত। এই তিনটির প্রত্যেকটি-ই কমবেশি দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত (stable) এবং এদের প্রত্যেকের ক্রিয়াকলাপ স্বতন্ত্র এবং সুনির্দিষ্ট। এই তিনটির নাম যথাক্রমে ইগো বা অহং, ইদ্ বা অদস, সুপারইগো বা অধিশাস্তা। আমার প্রবন্ধে আমি ইংরেজি নামগুলোই ব্যবহার করব।

ফ্রয়েড যখন চিকিৎসক রূপে জীবন শুরু করেন তখন ইগো সম্বন্ধে কিছুই ভাবেননি। প্রথমদিকে উনি বুঝবার চেষ্টা করতেন কীসে আমাদের মানসিক রোগ সারে। উনি উচ্চ শিক্ষার্থে প্যারিসে Charcot-এর কাছে হাজির হয়েছিলেন (১৮৮৫)। তখন এক বৃদ্ধ মহিলার চিকিৎসা প্রসঙ্গে ফ্রয়েড হঠাৎই বুঝলেন যে, আমাদের মনের মধ্যে অনেক কিছু

উল্টো-পাল্টা ভাবনা-চিন্তার জট রয়েছে। এগুলির সম্বন্ধে আমরা নিজেরাই অনেকটা জানি না। কিন্তু ফ্রয়েড দেখলেন এই অজানা রাশিকৃত চিন্তাকে সচেতন করে তুলতে পারলে অনেক মানসিক রোগী শান্তি পাচ্ছেন। সেই থেকে শুরু হল ফ্রয়েডের নিরলস সাধনা—কী করে আমাদের নির্জ্ঞান মনে নির্বাসিত চিন্তার রাশিকে সংজ্ঞানে আনা যায়। উনি যেটা দেখেছিলেন যে এটা করবার জন্য বিশেষ কোনো প্রয়াস দরকারই হয় না। ঐসব নির্বাসিত চিন্তার রাশি সংজ্ঞানে উঠবার জন্য খুবই উন্মুখ হয়ে আছে। শুধু একটু ধৈর্য ধরে রোগীদের মন খুলে কথা বলতে বললেই প্রবল জলপ্রপাতের মতন চিন্তার প্রপাত শুরু হয়ে যাবে। এই চিকিৎসা পদ্ধতির নাম হল catharsis। অভিধানে যার অর্থ হল "Catharsis is getting rid of unhappy memories or strong emotions such as anger or sadness by expressing them in some way."

ফ্রয়েড যখন cathartic abreaction পদ্ধতিতে চিকিৎসা শুরু করেছিলেন তখন তিনি আমাদের যে সাইকোলজির মডেল দিয়েছিলেন, সেটাকে বলে টোপোগ্রাফিক মডেল, এই বর্ণনায় ফ্রয়েড বলেছেন যে আমাদের একটি নির্জ্ঞান মন আছে। যেখানে আমরা অভব্য, অসংস্কৃত চিন্তাগুলোকে সংজ্ঞান মন থেকে ঝেঁটিয়ে বার করে রেখে দিই। অর্থাৎ এটা এক ধরনের ডাস্টবিন। এই সময় ফ্রয়েডের চিকিৎসার মূলমন্ত্র ছিল—'তোমার যা মনে আসছে চট করে বলে ফেলো, ভালো-মন্দ, শ্লীল-অশ্লীল বিবেচনা কোরো না।' ('We want our patients to be absolutely candid with us) তারপর এই যে রাশিকৃত নির্বাসিত চিন্তা— (মনের ময়লা) এইগুলিকে ফ্রয়েড পর্যালোচনা করতেন এবং patient-কে বোঝানোর চেষ্টা করতেন যে 'এগুলোর সঙ্গে তোমায় চলতে হবে।'

ফ্রয়েড বারবার বলেছেন যে, মানসিক রোগীর চিকিৎসায় আমরা রোগীকে কিছু উপদেশ দিই না; যার ফলে ক্রমে ক্রমে রোগী বুঝতে পারে যে তার মনের এক অংশে অশালীন চিন্তা থাকলেও সামাজিকভাবে সে অশালীন নয়। পরে পরে যখন সাইকো অ্যানালিসিস প্রক্রিয়া তৈরি হল তখন ফ্রয়েড খুব জোরের সঙ্গেই বলতেন কিচ্ছু সাজেস্ট কোরো না (we do not want to alloy the gold of analysis with the copper of suggestions)। ফ্রয়েডের এই টোপোগ্রাফিক মডেল অফ মাইন্ড—কেউ বিশদভাবে জানতে চাইলে ফ্রয়েডের 'Interpretation of Dreams' (1900) বইটি পড়ে দেখতে পারেন।

ক্রমশ যখন ফ্রয়েড দেখলেন যে তাঁর এই cathartic abreaction পদ্ধতিতে রোগ ভালো সারছে না, বা সেরেও রোগী বেশিদিন ভালো থাকছে না (যেমন হিপনোটিক চিকিৎসায় ঘটেছিল), তখন তিনি মনকে আবার নতুনভাবে দেখবার চেষ্টা করলেন। তাঁর সেই অনলস সাধনার ফলে আমরা পেয়েছি এই স্ট্রাকচারাল মডেল, যেখানে তিনটি স্ট্রাকচার রয়েছে—যেমন The Ego বা অহং, Id বা অদস্‌ এবং Super Ego বা অধিশাস্তা। বাংলা প্রতিশব্দগুলি পারিভাষিক। অহং বলতে আমরা ভারতীয়রা যা বুঝি ফ্রয়েডের Ego অবশ্য তা নয়। ফ্রয়েডের ইদও ঠিক অদস্‌ নয়। (আমরা উপনিষদ থেকে

লিখেছি পূর্ণ মিদং পূর্ণ মদঃ, এই অদঃ শব্দের সঙ্গে ফ্রয়েডের অদস্ বা ইদের কোনো সম্পর্ক নেই)। ফ্রয়েডের আগে আর একজন বিখ্যাত মনস্তাত্ত্বিক আমাদের structural psychology-র কথা বলেছিলেন। ইনি হলেন, Wilhelm Max Wundt। ভুন্ডের স্ট্রাকচার অবশ্য ফ্রয়েডের ইগো, ইদ, সুপার ইগোর মতো নয়। আমরা এই প্রবন্ধে শুধু ফ্রয়েডের মতটাই আলোচনা করব। পরবর্তীকালে এই স্ট্রাকচারাল মডেল থেকে গড়ে উঠেছে মনের মধ্যকার এক কলহের বৃত্তান্ত (conflict based theory that forms the foundation for the Ego Psychology)। এখানে প্রত্যেকে অপর জনের সঙ্গে ঝগড়া করছে। ইদ-এর মধ্যে রয়েছে আমাদের আদিম প্রবৃত্তিগুলি (প্রধানতঃ যৌন এবং আগ্রাসী বাসনাগুলি। যেগুলি সবসময়ই আমাদের সংস্পর্শে আসতে চাইছে এবং ইগো আর সুপার ইগোর কাছে বাধা পাচ্ছে।)। আমরা ইদ বা একরাশ বাসনা নিয়ে জন্মাই, শুধু জন্মাই কেন, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত অবিরাম চলেছে বাসনার খেলা (বাসনা ইব সংসার তস্মিন ক্ষীণে জগৎ ক্ষীণম্। তৎ চিকিৎস্য, প্রযত্নত—যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে আমরা রামের প্রতি গুরুদেব বশিষ্ঠের এই উপদেশ পাই)। বাকি দুটি স্ট্রাকচার আমাদের নানাবিধ শিক্ষার ফলে পরিপুষ্ট হয়। এই দুটিকে যথাক্রমে বলা যায় নীতি ধর্ম (Super Ego) এবং যুক্তিধর্ম। অধ্যাপক বিমলকৃষ্ণ মতিলাল তাঁর বই 'নীতি, যুক্তি ও ধর্ম'-তে (আনন্দ) সুন্দরভাবে এই নীতি ও যুক্তির ব্যাখ্যা করেছেন। সেখানে শ্রীকৃষ্ণ এবং রামচন্দ্রের জীবন থেকে অসংখ্য উদাহরণ উদ্ধৃত আছে। এবার ব্যাপারটা হল যদি কেউ শেখে তবে তার গুরু যেমন শেখাবেন তেমনই তো শিখবে। যেমন, ধরুন, শর্বীলক। পরবর্তীকালে সাইকোঅ্যানালিসিস আলোচনাকালে আমরা শিখব যে, সাইকোঅ্যানালিসিস চিকিৎসায় রোগী চিকিৎসকের কাছ থেকে এক নতুন সুস্থ-সবল ইগোর শিক্ষা পান। একে ফ্রয়েড বলেছিলেন যে সুস্থ-সবল ইগোর সঙ্গে একাত্ম করে রোগী এক নতুন ইগো পাবে। এবং তার নিজস্ব পরিবেশকে এক নতুন দৃষ্টিতে দেখতে শিখবে। এতো তো 'ইগো' 'ইগো' করে যাচ্ছি। কিন্তু ইগোটা কী? ফ্রয়েড প্রাথমিক বক্তা হলেও ইগো সম্বন্ধে অন্যরা অনেক বেশি কথা বলেছেন। তাঁরা আমাদের ইগোকে বুঝতে সাহায্য করেছেন। এই অনেকের মধ্যে রয়েছেন ফ্রয়েডের মেয়ে অ্যানা, বেলাক, এরিক এরিকসন। এদের আমরা ইগো সাইকোলজিস্ট বলে জানি। এই ক'জন এবং হার্টম্যান (Hartmann) এঁরা খুবই বিখ্যাত। আগে ফ্রয়েডের বক্তব্য বলে নিয়ে তারপর এঁদের বক্তব্য কিছুটা বলবার চেষ্টা করব। ইদ যেমন সবটাই নির্জ্ঞান মনের আবাসিক, ইগো কিন্তু সবটা সচেতন বা সংজ্ঞান নয়। ইগো এবং সুপার ইগো খানিকটা সচেতন (conscious) এবং খানিকটা অচেতন (unconscious)। ইগো এবং সুপার ইগোর কাজ আগে খানিকটা বুঝে নিয়ে তবে এই বিভাজন বোঝা সম্ভব হবে।

ইগো সাইকোলজির প্রধান বক্তব্য হল—আমাদের মনের মধ্যে সর্বদাই একটা ঝড়ো হাওয়া বইছে এবং সেই ঝড়ের দাপটে তিনটি স্ট্রাকচার-ই কাহিল। এবং এই ঝড়ের প্রবল ঝাপটা থেকে বাঁচবার জন্য ইগো এবং সুপার ইগো যেসব কৌশল অবলম্বন করছে, তাদের বলে ডিফেন্স (defence)। বেলাক (Bellack) ইগো সম্বন্ধে যেসব গবেষণা

করেছেন তার থেকে আমরা জানতে পারি যে ইগোর কাজ মোটামুটি চোদ্দরকম। এগুলির মধ্যে ডিফেন্স হল প্রধান কাজ। তাই আমি অপর কাজগুলির কয়েকটি পরে আলোচনা করব এবং ডিফেন্স সম্বন্ধে একটু বিশদ বলব।

Defence mechanism : ইগোর শ্রেষ্ঠ ফাংশনটি হল এই Defence mechanism। repression বা অবদমন—সহজ কথায় যাকে বলা হয়, ভুলে যাওয়া। যেসব ইচ্ছাকে আমার মনে হয় অশোভন বা অশালীন (সে যৌনতার নিরিখেই হোক বা বিদ্বেষের নিরিখেই হোক) সেগুলি অবদমিত করে ফেলতে পারলে বা ভুলে যেতে পারলে প্রথম এবং প্রধান সমাধান হয়ে গেল। এই repression-এর চরম অবস্থাতেই মানুষ অজ্ঞান হয়ে যায়। যাকে আমরা বলি ফিট হয়েছে। সাধারণ মানুষেরা ফিট হওয়াকে hysteria রোগের লক্ষণ বলে বোঝেন। এখন অবশ্য "hysteria" শব্দটি আর চালু নেই। এখনকার নাম হল Dissociative Reaction বা Conversion Reaction। আপাততঃ আমাদের এসবের দরকার নেই। আমরা আমাদের আলোচনায় ফিরে আসি।

ফ্রয়েড বলেছেন যখন আমাদের মনে একটি বাসনার উদয় হয় (ideational presentations of a wish) তখন তার চারটি সম্ভাব্য পরিণতি হতে পারে।

ক. ঠিক ইচ্ছার পরিপূর্তি (যদি না অবশ্য সেই ইচ্ছার বিরুদ্ধে, কোনো বৌদ্ধিক বা নৈতিক আপত্তি থাকে)। ইচ্ছার পরিপূর্তিতেই তো সুখ কিন্তু যদি এমন ইচ্ছা হয় যে পরিণামে অনেক দুঃখ এনে হাজির করবে, তবে সেই ইচ্ছা পরিতৃপ্তির পথে না গিয়ে অবদমনের পথে যাবে। এছাড়া আর হতে পারে—

খ. বিপরীত অভিব্যক্তি (turning into opposite)। ফ্রয়েড বলেছেন সব ইচ্ছারই একটি করে বিপরীত ইচ্ছা আছে। যেমন love—hate, active—passive অর্থাৎ যদি কাউকে ভালোবাসায় মনের সম্মতি না থাকে তবে আমরা তাকে বিদ্বেষ করতে আরম্ভ করব। তবে কি ভালোবাসা আর বিদ্বেষ একই কথা? উপর থেকে তো এক নয়, বিপরীত কথা। কিন্তু সাইকোঅ্যানালিসিসের দৃষ্টিতে ওদুটো একই। এই বিষয়ে আমরা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একটা কথা স্মরণ করতে পারি—'ও আমায় কুবাক্য বলছে কেন, আমি তো ওর কোনো উপকার করিনি।' (কথাটা একটু তলিয়ে ভাবার প্রয়োজন আছে)। ভালোবাসা আর বিদ্বেষের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব একে বলা যেতে পারে opposite wish-এর দ্বন্দ্ব। ফ্রয়েডের opposite wish-এর নিরিখ আর আমাদের দেশের বিখ্যাত সাইকোঅ্যানালিস্ট গিরীন্দ্রশেখরের opposite wish-এর নিরিখ কিছুটা ভিন্ন। এর থেকে পাশ্চাত্য এবং প্রাচ্যের চিন্তাশৈলী ধরা পড়বে। ফ্রয়েডের মতে আমি টাকা আহরণ করতে চাই—এর উল্টো ইচ্ছাটি হল আমি টাকা বিতরণ করতে চাই। কিন্তু গিরীন্দ্রশেখরের মতে—'আমি টাকা অহরণ করতে চাই'-এর উল্টো ইচ্ছা হল—'আমি টাকা হইয়া আহৃত হইতে চাই।' ফ্রয়েড় সব ব্যাপারের একটা বিপরীত ব্যাপার খুঁজতেন বলে কেউ কেউ ফ্রয়েডের এই polarity-র সমালোচনাও করেছেন। যেমন—Hartmann, লিয়েনস্টাইন এবং ক্রিস। বলেছেন—এত জোড়া জোড়া প্রত্যয় দেখার কোনো দরকার নাই। ওঁরা যাই বলুন না

কেন, ফ্রয়েড কিন্তু দেখেছেন। যেমন ভালোবাসার উল্টোদিক দ্বেষ, প্লেজারের উল্টো পেন (pain) (জার্মান ভাষায় lust-এর উল্টো unlust), activity-র উল্টো passivity ; তাহলে ইগোর উল্টো কী? এ প্রশ্নের উত্তর আমরা ফ্রয়েডের লেখার মধ্যে পাই না। ইগো যদি বুদ্ধিতত্ত্ব হয় অর্থাৎ ইগো যদি মহান হয় তাহলে তার উল্টো হয় হীন, কিন্তু শব্দটা ঠিক লাগছে না; আগে আমরা ইগোকে আর একটু বুঝি—তারপর উল্টোটা খুঁজব। মহর্ষি কপিল বলেছেন সংখ্যাসূত্রে 'মননাৎ মহান'— এই মনন ক্ষমতা একমাত্র মানুষেরই আছে। তাইতো মানুষের নাম homosapien sapien (thinking species of the genus homo); homosapien ছাড়া আরো নানাবিধ homo আছে, যেমন neanderthalis, তেমনি homo divinus-ও হয়তো আছে।

গ. Turning on to one's own self—উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা বোঝা যাবে। ফ্রয়েড এটির উদাহরণ দিতে গিয়ে বলেছেন যে, এইভাবে আমরা sadism-কে masochism-এ পরিবর্তিত করে নিই। Sadism ধর্ষকাম (ড. তরুণচন্দ্র সিন্‌হা বলেছেন 'ধৈষণা') (sadism বা ধর্ষকাম শব্দটি এসেছে Marquis de Sade-এর নাম থেকে। ইনি মধ্যযুগীয় ফরাসি দেশের জমিদার এবং পাড়ার মেয়েদের ধরে এনে তাদের অত্যাচার করে আনন্দ পেতেন। এঁর কয়েকটি বিখ্যাত বইও আছে। এদের মধ্যে Julian এবং Justine বহু পঠিত)। Sadism হ'ল যখন আমি অপরকে কষ্ট দিয়ে আনন্দ পাই—আর masochism হল (মর্ষকাম) যখন আমি অপরের দ্বারা নিজেকে কষ্ট দিয়ে আনন্দ পাই। এই কষ্ট যে সবসময় শারীরিক কষ্ট তা নয়। এটি মানসিক কষ্টও হতে পারে। যেমন, কেউ আমাকে অপদার্থ কিংবা মূর্খ বলল, কিংবা বলল—'তুই একটা গাধা, কিছুই পারিস না।' এইসব এবং আরো নানারকম ম্যাসোকিজম আছে।

ঘ. আর একটি হল sublimation। যখন প্রবল আঘাত করার ইচ্ছা বা আক্রমবৃত্তি মানুষকে একজন দক্ষ সার্জন-এ রূপান্তরিত করে তখন তাকে sublimation বলা যায়। (অবশ্য জিনিসটা এত সহজ নয়। এই সাবলিমেশন করতে হলে আমার বাসনার aim বা লক্ষকে এবং object বা উদ্দিষ্টকে পরিবর্তিত করে নিতে হবে।

আমরা নীচে অহমের আরো কয়েকটি প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থার বিবরণ দিচ্ছি।

(i) Projection — (উৎক্ষেপণ): সাদা পর্দার ওপর যেমন সিনেমার ছবি project করা যায় তেমনি এই বিশ্বের ওপর আমরা আমাদের মনের ভাব project করে থাকি। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : আমি চাইলাম বলেই পান্না হল সবুজ আর গোলাপ হল এত সুন্দর গোলাপী। কিন্তু projection সবসময়ই যে গোলাপ তৈরি করে তা নয়, এটি বিষাক্ত কাঁটাও তৈরি করে। আমাদের মনের মধ্যে যেমন অমৃত আছে তেমনি গরলও আছে। কোনো ব্যক্তি যখন একটি আরশোলা দেখে প্রচণ্ড ভয়ে অস্থির হয়ে পড়েন তখন বুঝতে হবে তার মন আরশোলার উপর একবোঝা ভয় নিক্ষেপ করেছেন, আরশোলা খানিকটা নোংরা হতে পারে কিন্তু তেমন সাংঘাতিক কোনো জীব নয়। আরশোলা কিংবা মাকড়সার ভয় বহু ক্ষেত্রেই দেখা যায়। আমাদের মধ্যে Miss Muffet আছে। শঙ্করাচার্য তাঁর

দক্ষিণামূর্তি স্তোত্রে বলেছেন—সমস্ত বিশ্বটাই projection (দর্পণঃ দৃশ্যমাত্র)।

(ii) Projective Identification : এটির দ্বারা আমরা শুধু আমাদের মনের ভাব বহির্বিশ্বে উৎক্ষেপণ করি যে তা নয়, এটির দ্বারা আমরা সুকৌশলে অপরকে নিজের মত করে পরিচালনা করার প্রয়াস করি। (This phenomenon involves behaving in such a way that subtle inter personal pressure is placed on another person to take on characteristics of an aspect of the self or an internal object that is projected onto that person. The person who is the target of the projection then begins to behave, think and feel in keeping with what has been projected.) শোনা যায় হিটলারের এই ক্ষমতা খুব বেশি ছিল। [Oxford text book of Psychotherapy, author, 1. Gabbard, 2. Beck and 3.Holmes (edited) first published-2005, page-5]

(iii) Denial (অস্বীকার করা) : অনেক লোককেই দেখা যায় নিজের স্বার্থ অনুসরণ করার জন্য বাস্তবকে উপেক্ষা করেন। যেমন আমার আজ খুব দার্জিলিং যাবার ইচ্ছা। কিন্তু কাগজে দেখছি দার্জিলিং-এ খুব দুর্যোগ হচ্ছে। কিন্তু সেটা আমি উপেক্ষা করলুম। এছাড়া আমরা প্রতিনিয়তই নিজের বিভিন্ন অশোভন মনোবৃত্তিকে অস্বীকার বা deny করি। এবং এইভাবে ছোটখাটো মিথ্যা অবলীলাক্রমে বলে যাই।

(iv)Distortion (বিকৃতি) : বাসনার তৃপ্তির জন্য বাস্তবতাকে অবজ্ঞা করা বা এককথায় কোনো জিনিস দেখেও না দেখা বুঝেও না বোঝা। আমার এক বন্ধু সন্দেশ খেতে খুব ভালোবাসে। একটা খুব ভালো এবং মহার্ঘ সন্দেশ মুখে দিতে গিয়ে রাস্তায় পড়ে গেল, সেইটা তুলে সে খেতে যাচ্ছে। আমি বললুম—'রাস্তা থেকে তুলে খাসনি, মরবি রে।' সে সন্দেশটা তুলে টপ করে মুখে ফেলে বলল—'রাস্তা তো প্রতিদিন ঝাঁট দিচ্ছে।'

(v) Dissociation (বিষঙ্গ) : এই নামে বর্তমান কালে অনেক মনোরোগকে চিহ্নিত করা হচ্ছে। আজকাল যেমন 'হিস্টিরিয়া' শব্দ আর ব্যবহার করা হয় না। তার বদলে ব্যবহার করা হয় Dissociative disorder বা এই ধরনের অন্যান্য শব্দ। Dissociation-এর মাধ্যমে আমাদের স্মৃতিভ্রংশ, বুদ্ধিনাশ এবং এই ধরনের আরো কিছু কিছু অস্বাভাবিকতা ঘটে থাকে।

(vi) Idealisation (আদর্শীকরণ) : আমরা কখনো কখনো কোনো ব্যক্তিকে একেবারে দেবতা বানাই। (এটা অবশ্য করি যেসব ব্যক্তিদের ওপর আমার যে সুপ্ত আক্রোশ আছে, তার reaction বা প্রতিক্রিয়া হিসেবে।)

(vii) Acting out (ক্রিয়াত্মক প্রকাশ) : আমার দেখা একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝাচ্ছি। একদিন কলেজে বিভাগীয় মিটিং-এ আমার একজন সহকর্মী বিভাগীয় প্রধানের ওপর রেগে গিয়ে তার টেবিলে এমন ঘুঁষি মারলেন যে টেবিলের ওপর রাখা কাঁচটা দুখানা হয়ে গেল।

(viii) Somatisation (শারীরিকীকরণ): Soma অর্থে শরীর এবং psyche অর্থে মন। আমাদের প্রত্যেকেরই psyche এবং soma আছে। এবং পণ্ডিতগণ এই দুয়ের মধ্যে

নানারকম সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন—interactionism, parallelism। বিখ্যাত মনোবিদ ড. গিরীন্দ্রশেখর বোস-এর একটা থিওরি হল—'panpsychic psychophysical parallelism'– গিরীন্দ্রশেখর এক সর্বব্যাপী অ্যানিমিজম-এ বিশ্বাস করতেন যে বিশ্বাসের সঙ্গে Deep Ecology এবং হোমিওপ্যাথিক ম্যাজিকের কিছু সাদৃশ্য আছে। আমরা যখন Somatisation করি তখন কোনো মানসিক ব্যথাকে আমরা শারীরিক ব্যথায় রূপান্তরিত করি। [যোগদর্শনে যে চাররকম বৃত্তি-ব্যাপার বলা হয়েছে, যেমন—প্রযুপ্ত, তনু, বিচ্ছিন্ন, উদার—এদের মধ্যে প্রযুপ্তটির সঙ্গে অবদমনের বেশ সাদৃশ্য দেখা যায়। এই somatisation-এর সঙ্গে বিচ্ছিন্ন বৃত্তি ব্যাপারের সাদৃশ্য সহজেই টানা যেতে পারে। নামটি একটু সামান্য বদলে দিলে আমরা পাই somatoform, যার মানে হল মনের দুঃখ বা বিষাদকে শারীরিক সিম্পটম বা রোগ লক্ষণে পরিবর্তিত করে প্রকাশ করা। আজকাল তো নিঃসন্দেহে প্রমাণ হয়ে গেছে যে গ্যাস্ট্রিক আলসার অসুখ anxiety বা উদ্বেগের-ই একটি প্রকাশভঙ্গি। নানাবিধ hysteria অসুখ এই প্রসঙ্গে আলোচনা করা যেতে পারে। ফ্রয়েড নিজে হিস্টিরিয়া অসুখের চিকিৎসা দিয়েই তাঁর চিকিৎসক জীবন শুরু করেছিলেন।

(ix) Regression (প্রত্যাবৃত্তি): অর্থাৎ পালিয়ে বাঁচা। অনেক সময়ই আমরা কোনো গুরু দায়িত্বে অসফল হলে ছেলেমানুষ সাজার ভান করি। আমাদের বাড়িতে একটি বাচ্চা মেয়ে আমাদের ঘরকন্নার কাজে সাহায্য করত। কোনো কাজ করতে প্রায়ই সে ভুঁলে যেত। তাকে বকতে গেলে—'তুই কি সবই ভুলে যাবি?' সে হেসে বলত—'ভুলিনি ভাই, মনে ছিল না।' Regression-কে ঠিক ঠিক ভাবে psychoanalytic শৈলীতে ব্যাখ্যা করতে হলে psychosexual development-এর stage ধরে বলতে হয়। (বাহুল্য বোধে এখানে আর অত কথা বলছি না)।

(x) Introjection (অন্তঃক্ষেপ): আমাদের পরিচিত কোনো প্রিয় বা পূজনীয় ব্যক্তির দোষ-গুণ আমরা অনেক সময় নিজেদের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে নিই (behavioural genetics শাস্ত্রে এ বিষয়ে অনেক আলোচনা আছে)। এই আইডেন্টিফিকেশন defence-এ আমরা নিজেদের অজান্তেই আমাদের সেই আদরণীয় ব্যক্তির ধাঁচে কথা বলি বা চলাফেরা করি।

(xi) Identification (একাত্মীকরণ) : এটি অনেকটা introjection-এরই মত। শুধু Introjection-এ মনের গভীরের কোথাও একটা 'আমি অপরের মতো করছি বা বলছি'—এই ভাবটা থাকে, Identification-এ সেটিও উবে যায়। আমি আগাগোড়া সেই অপর ব্যক্তি হয়ে যাই।

(xii) Displacement (অভিক্রান্তি) : মানে সহজ। এক ব্যক্তির কফি খেতে খুব ভালো লাগত। হঠাৎ একদিন তার চা-খেতে ভালোলাগতে শুরু করল—শুধু তাই নয়, সে আমাকে বলতেই থাকলো—'আরে, এ চা-টা তো কফির মতনই।' তবে মনোবিদ্যা আরেকটু অন্যরকম উদাহরণ দেয়। যেমন—মেয়েদের স্বামীকে বাবার মতনই ভালো লাগে,

আর ছেলেদের বৌকে মার মতনই ভালো লাগে।

(xiii) Externalisation (বাহ্যিকরণ) : নিজের কোনো অনাচারের দায়িত্ব অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া—'আমি কি করব স্যার, অজিত বলল একটা অঙ্ক টুকলে আর কী হবে?'

(xiv) Intellectualisation : কোনো স্বার্থের পরিপন্থী বিষয়কে এড়িয়ে যাবার জন্যে নানা রকম বুদ্ধির প্যাঁচ প্রয়োগ করা।

(xv) Isolation of affect : Affect হল আবেগ বা emotion অর্থাৎ প্রক্ষোভ। এই প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা বেশিরভাগ দেখা যায় O.C.D. (obsessive compulsive disorder) অর্থাৎ যাঁরা একটা চিন্তা মাথা থেকে বার করতে পারেন না অথবা যাঁরা শুচিবায়ুগ্রস্ত ধরনের অসুস্থতার শিকার তাঁদের মধ্যে। এই রোগীরা অনায়াসে নিজের দুষ্কর্ম বলে যেতে পারেন। (psychoanalysis কালীন) যেন একটা লেখা প্রবন্ধ (essay) পড়ছেন। তাঁরা যা বলছেন, তার সঙ্গে যুক্ত আবেগ তাঁদের বলার মধ্যে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত থাকে।

(xvi) Rationalization (যুক্ত্যাভাস): অনেকে যেমন কর্মক্ষেত্রে দেরি করে এসে বলে—'আমি কী করব, স্যার। ট্রেন লেট করেছে।' পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর একটি বিখ্যাত উক্তি মনে পড়ছে। উনি বলতেন— 'I am not interested in the rationalisation of your defect, I am interested in the completion of work.' র‍্যাশনালাইজেশন করে প্রথম প্রথম হয়তো পার পেয়ে যায়। কিন্তু এটা করতে থাকলে ধরা পড়তেই হবে।

(xvii) Sexualization : এটির সঙ্গে সরাসরি যৌনতার কোনো সম্পর্ক নেই। ফ্রয়েড বলেছেন এই ডিফেন্সটির দ্বারা আমরা কোনো একটি জিনিসকে অতিরিক্ত ভালো বলে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করি। যেমন—আমাদের এক বন্ধু দই খেতে ভীষণ ভালোবাসত। খেতে বসে সে কেবল দই খেত। নেমন্তন্ন বাড়িতে, তাকে যেই বলা হত—'আরে অত দই খাচ্ছিস কেন একটু আইসক্রিম তো খেয়ে দেখ।' সে কিন্তু এ কথায় কান দিত না, চার পাঁচ বার দই খেত। আমরা sexualize করে তেতোকে মিষ্টি করি। অ্যাকাডেমিক psychology-র secondary ও primary attention-এর সঙ্গে এটি তুলনীয় হয়ে ওঠে।

(xviii) Reaction formation (প্রতিক্রিয়া ও ফল) : এটির চালু উদাহরণ হল আঙুর ফল টক। একটি শেয়াল অনেক চেষ্টা করেও যখন আঙুর পাড়তে পারলো না, তখন এই বলতে বলতে চলে গেলো—'ও তো টক, তাই আর চেষ্টা করে লাভ নেই।' অর্থাৎ কোন দুঃখজনক বা অসামাজিক ইচ্ছা বা অনুভূতি আমাদের সচেতন মনে বিপরীতভাবে প্রকাশিত হয়।

(xix) Undoing : নিজের মনের কোনো ঘৃণিত বাসনাকে বুদ্ধির খেলা দেখিয়ে তার রূপ বদলানোর চেষ্টা করা বা প্রতীকাত্মকভাবে কোনো ক্রিয়া বা কৃতকর্মকে নাকচ করা। আমরা obsessive-compulsive disorder-এ গ্রস্ত রোগীদের মধ্যে এই প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা খুব বেশী দেখতে পাই। উদাহরণস্বরূপ, কোনো এক রোগী ঘুমোবার আগে

বালিশকে দু'বার বাধ্যতামূলকভাবে স্পর্শ করবেন। প্রথম স্পর্শে প্রতীকাত্মকভাবে কোনো অবাঞ্ছিত বাসনার পূর্তি হল, দ্বিতীয় স্পর্শের মাধ্যমে সেই ইচ্ছা পূরণকে নাকচ করা হল। অর্থাৎ negate করে দেওয়া হল।

(xx) Humor : Wit or humor-এর সাহায্যে আমরা অনেক সময়ই শ্লেষ বা বিদ্রূপকে অনেকটা সহনশীল করে নিই। এই মজা করে দেখা বা বলার আড়ালে আমাদের সত্যিকারের বিরুদ্ধ মনোভাবটি লুকিয়ে পড়ে। আমার ছোটোবেলার একটা উদাহরণ মনে পড়ছে। আমাদের পাড়ায় এক ভদ্রলোক থাকতেন। তাঁকে পাড়ার বয়স্ক ভদ্রলোকরা পছন্দ করতেন না। তার কারণও অবশ্য ছিল। সেই প্রথমোক্ত ভদ্রলোকটি খুব টাকার গরম দেখাতেন যাতে অন্যরা রাগ করতেন, কিন্তু কিছু বলতে পারতেন না, কারণ উনি বাস্তবিকই এক সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। উনি সেই সম্পদের প্রকাশ করতেন নানাবিধ নতুন নতুন পোশাক পরে। একদিন দেখা গেল তিনি একটি পাঞ্জাবী পরেছেন, যেটার সামনেও যেমন চারটি বোতাম তেমনি পিছনেও চারটি বোতাম লাগানো। এঁকে আসতে দেখে আমার ঈর্ষা নিপীড়িত পড়শিরা বলে উঠলেন—'বাবাজী আসছেন কি যাচ্ছেন বোঝা যাবে না।'

(xxi) Suppression (নিরোধ) : এটি আমরা সজ্ঞানে করি। যেমন—অপ্রিয় সত্য বলব না।

(xxii) Ascetism (সাধু সাজা) : কিন্তু সাধু তো সাজা যায় না। তাই এটিকে defence-এর মধ্যেই ধরা হয়েছে। বার্ট্রান্ড রাসেলের Autobiography-র মধ্যে এক বিচিত্র গল্প পড়েছি। অপ্রয়োজনীয় বোধে সমস্ত গল্পটি বলছি না। কিন্তু সেখানে উনি বলেছেন—celibate হওয়া যায় না। রাসেলের উক্তিটি সঠিক ছিল— 'nobody must be allowed to die a celibate'। Ascetism, সম্বন্ধে খুব সুন্দর একটি গল্পের মধ্যে বঙ্কিম কটাক্ষ করেছেন। গল্পটি হল 'ফাদার সিওর্গি'। এইসব থেকে এটিকে ডিফেন্স বলা যায় যদিও সত্যিকার ascetic নিশ্চয় আছে।

(xxiii) Altruism (পরোপকারবৃত্তি) : Altruism মানে হল পরোপকার করা। কিন্তু সত্য সত্যই কি কেউ পরোপকার করতে চায়? আমরা যখন দান করি তখন মনের মধ্যে উঁকি মারে আমি একটা পুণ্য কাজ করছি। অ্যান র‍্যান্ড তাঁর ফিলজফিতে বলেছেন—altruism হয় না। কিন্তু সাইকোলজিস্টরা বলেন অলট্রুইজম্ কিছুটা নিশ্চয় হয়। হয়তো সেখানে প্রত্যুপকারের আশা থাকে। কিন্তু প্রত্যুপকারের আশা নিয়েও পরোপকার করলে সেটাও তো মন্দের ভালো। (কোনো দান না করার থেকে পরিক্লিষ্ট রাজস্ দান করা মন্দের ভালো)।

(xxiv) Anticipation (পূর্বজ্ঞান) : ভবিষ্যতের বেশি লাভের আশায় তাৎক্ষণিক সুখ ত্যাগ করা। যেমন আমরা বলি লেখা-পড়া করে যে, গাড়ি-ঘোড়া চড়ে সে।

এগুলি ছাড়া ফ্রয়েডের মেয়ে অ্যানা ফ্রয়েড তাঁর বইতে (Ego and the Mechanism of Defence) কয়েকটি আরো defence-এর নাম উল্লেখ করেছেন। যেমন—

(i) **Identification with the aggresser** (আক্রমণকারীর সঙ্গে একাত্মতা) : উদাহরণ—যেসব বাচ্চারা ভূতের ভয় পায়, তাদের অনেক সময় ভূত সেজে খেলা করতে দেখা যায়। হয়তো ভূত সাজতে সাজতে ভূতের ভয় খানিকটা কমে যায়।

(ii) **Altruistic surrender** : উদাহরণ—রাম একটি মেয়েকে ভালোবাসত। মেয়েটির বাবা যখন অন্য এক সুপাত্রের সঙ্গে তাঁর কন্যার বিবাহ স্থির করলেন, তখন রাম নিজে গায়ে গতরে খেটে সেই বিয়ে উতরে দিল।

এইকটি হল মোটামুটি ডিফেন্স। হয়তো আরো দু-একটি আছে, কিন্তু এগুলিই প্রধান। ডিফেন্স পর্ব শেষ করার আগে একটা কথা বলি এদের মধ্যে কোনো কোনো ডিফেন্সের দ্বারা আমরা মনোরোগ তৈরি করি। কিন্তু সবগুলোই যে রোগ প্রসূত তা নয়। কোনো ডিফেন্সে আবার সাংঘাতিক রোগ হয়। কোনোটিতে বা হাল্কা রোগ হয়। যেমন projection যদি তার বিষ দাঁত ফোটায় (সিস্টেম্যাটাইজড্ প্রোজেক্সন) তবে যে সাংঘাতিক অসুখ হয় তার নাম প্যারানোইয়া বা প্যারানয়েড সাইকোসিস।

ফ্রয়েড কিন্তু Ego সম্বন্ধে অনেক কথা বলেননি। কিন্তু যেটুকু বলেছেন সেইটুকুই হল সার। আমরা ফ্রয়েডের Ego-কে বোঝানোর জন্য Ego-কে তার সিংহাসনে বসিয়ে তাকে দেখতে চেষ্টা করব। ফ্রয়েডের মতে আমাদের মনকে (psyche) তিনটি স্ট্রাকচারে ভাগ করা যায়। এগুলি হল : ১. Ego বা অহং, ২. Super Ego বা অধিশাস্তা, ৩. Id বা অদস্। Ego-কে বুঝতে হলে শুরুতে আমাদের Id-কে বুঝতে হবে। এবারে আমি ফ্রয়েডের বক্তব্য বলছি, এর মধ্যে ক্রমাগত ফ্রয়েডের মতে এই কথা বলে আর লেখাটাকে জটিল করতে চাই না। এরপরে আমি যা বলব তা সবই ফ্রয়েডের মত। শিশু যখন জন্মায় তখন তার মনটা সবটাই Id (অদস্)। এই মনটা কেবল সুখ আর স্বাচ্ছন্দ্য চায়। ফ্রয়েড বলেছেন—"The sovereign tendency obeyed by it is pleasure at all cost." জার্মান ভাষায় pleasure pain-কে বলা হয় (lust-unlust), এর যথার্থ ইংরেজি করলে হওয়া উচিৎ Pleasure–unpleasure। যাই হোক, pleasure-pain-টাই হয়তো মনে রাখা বেশি সহজ হবে। ফ্রয়েড বলেছেন জীবনমুখী বৃত্তি lust বা সুখেরই অনুসন্ধান করে চলেছে ক্রমাগত। সুখ কিসে হয়? ইচ্ছার প্রাপ্তিতে নিশ্চয় সুখ হয়, কিন্তু এখানে একটু ভাববার আছে। সব ইচ্ছার প্রাপ্তিতে স্থায়ী সুখ নিশ্চয়ই হয় না। যেমন কোনো সমাজবিরোধী ইচ্ছা, সেই ইচ্ছার পরিপূর্তিতে ক্ষণিক সুখ হতে পারে কিন্তু যে কোনো সংবেদনশীল এবং বিবেকী ব্যক্তি এই ধরনের সুখ নিয়ে নেবার আগে এর পরিণামের দুঃখটা বুঝে সমাজবিরোধী কাজ থেকে বিরত থাকবেন। এই পরিণাম দর্শন করায় যে এবং ইন্দ্রিয়পূর্তির বিবেচনা করায় যে এজেন্সি সে হল আমাদের Ego এবং Super Ego। একটা উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটা বোঝানোর চেষ্টা করছি—আমার টাকা চাই, তাহলে চলো ধনবানকে লুঠ করে টাকা নিই। এখানে Ego বলবে—"না না, খবরদার লুঠ কোরো না, লুঠতরাজ করলে কোনো না কোনো দিন ধরা পড়তেই হবে।" Super Ego বলবে—"ছিঃ ছিঃ পরস্য অপহরন্ত চৌর্যবৃত্তি, পাপ হবে, নরকে যাবে, খবরদার ওপথে যেও না।" তাহলে পাঠক দেখলেন

আমার এক অসামাজিক বৃত্তিকে দমন করছে দুজন এবং দুভাবে। Ego তাকে দমন করছে বুদ্ধি দিয়ে, কিন্তু Super Ego (অধিশাস্তা) তাকে দমন করছে নীতি দিয়ে, ভয় দেখিয়ে। প্রসঙ্গত বলে রাখি—ধর্ম দু'রকম। নীতি ধর্ম এবং যুক্তি ধর্ম। এ বিষয়ে একটি চমৎকার বই লিখেছেন শ্রীবিমলকৃষ্ণ মতিলাল—'নীতি, যুক্তি ও ধর্ম' (আনন্দ)।

সমাজবদ্ধ জীবনই মানুষের মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ পরিচয়। সমাজের মূল কথাটি হল কিছু ত্যাগ করতে শেখা। সমাজ মানে বহুর সমষ্টি। এখানে থাকতে হলে ভোগের সামগ্রীকে সকলের মধ্যে ভাগ করে নিতে হবে। যেমন ধরুন একটা চকোলেট আছে, আর আমরা পাঁচ-ছয় ভাইবোন। তাহলে সেই চকোলেটটি পাঁচ-ছ টুকরো করে নিয়ে তার একটি আমি পাবো। এই বোধ হল সামাজিকতার বোধ। একটা মজার গল্প মনে পড়ছে। গল্পটি আমাদের বলছেন ফ্রয়েডের ছেলে হেনরি ফ্রয়েড। হেনরির ভাষায়—"বাবার সবই ভালো কিন্তু বাবার একটা দোষ, আমার মোটেও ভালো লাগত না। বাবা একটা ছোটো চকোলেট নিয়ে এসে বলতেন তোমরা সকলে ভাগ করে খাও। তাতে আমরা এক কণার বেশি কেউ পেতাম না। তখন বুঝতাম না বাবা এই খেলাটা কেন খেলতেন। এখন জানি তখন বাবার টাকা-পয়সা ছিল না। (প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য ১৯০০ সালে ফ্রয়েডের বই 'The Interpretation of Dreams' বাজারে খুব সাড়া ফেলে এবং এই বইটি লেখার পর ফ্রয়েড প্রকাশকদের কাছ থেকে বেশ কিছু টাকা পেয়েছিলেন। তার আগে ফ্রয়েড বেশ গরীবই ছিলেন।)

আমরা শুনেছি সেই সময়ে ফ্রয়েডের কোনো কোনো বন্ধু তাঁকে পরামর্শ দিতেন—"তোমার ফি বাড়িয়ে দাও।" কিন্তু ফ্রয়েড তাতে রাজি হননি। তিনি বুঝতেন তৎকালীন জার্মানির বা অস্ট্রিয়ার আমজনতা খুব একটা সম্পন্ন নয়। আমার অ্যানালিস্ট (analyst) শ্রী তরুণচন্দ্র সিংহ আমাকে বারবার বলেছেন— "psychoanalysis কিন্তু তোমাকে বিত্তশালী করবে না। এই বৃত্তিটিকে মোটামুটি একটা পরোপকারের চেষ্টা হিসেবে বুঝে নিও।"

এবার আবার অহং এবং অধিশাস্তা প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। এই দুটি স্ট্রাকচারই Id-এর ভোগবৃত্তিকে নিরস্ত করছে। কিন্তু যেমন বলেছি অধিশস্তা ভয় দেখিয়ে নিরস্ত করার চেষ্টা করে আর অহং যুক্তি দিয়ে নিরস্ত করার চেষ্টা করে। যেমন বিরাগে বৈরাগ্য আর অনুরাগে বৈরাগ্য এই দুইয়ের মধ্যে অনুরাগে বৈরাগ্য হলেই তবে সেটা স্থায়ী হয়। তেমনি চোখ রাঙিয়ে হুকুম করলে সেটি যতটা গৃহীত হয়, সুযুক্তির সঙ্গে কিছু শেখালে সেটি আরো সুন্দর করে মনের মধ্যে গৃহীত হয়। বারবার বলেছি মানুষ তার যুক্তিতেই পরিচিত। মানুষের বায়োলজিক্যাল নামই হল হোমোসেপিয়েন বা thinking species of the genus homo ; যদিও thinking সম্বন্ধে ফ্রয়েড সরাসরি কিছু বলেননি। তাই thinking-এর নিয়ম কিম্বা তার উৎকর্ষ সম্বন্ধে এখানে আমি বেশি কিছু বলব না। কিন্তু অহং সম্বন্ধে আলোচনা করতে হলে একটু আধটু দর্শনের কথা চলে আসতে বাধ্য। ফ্রয়েড সযত্নে এই দিকটা পাশ কাটিয়ে গিয়ে অহং-এর কার্যাবলী আর অধিশস্তার কার্যাবলী আলোচনা

করেছেন। উভয়ের কাজের মধ্যে অনেক সমতা আছে কিন্তু অনেক বিষমতাও আছে। আগে আমরা একটু কাজগুলো দেখে নিই। তারপরে ক্রিটিক্যাল আলোচনায় যাবো। অহং-এর সামনে দুটি লক্ষ থাকে। একটিকে বলা হয় স্বাদর্শ বা Ego ideal। আমাদের Ego ideal বলছে—'তোমাকে এইরকম মানুষ হতে হবে। অধিশাস্তার একটি বড় অংশ হল Conscience। Conscience-এর বাংলা করা হয় 'বিবেক'। কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় বিবেক-এর অর্থ সম্পূর্ণ ভিন্ন। সেখানে বিবেক বলতে বোঝায় পার্থক্য—এটি জড়, এটি চেতন; প্রধানত এই নিরূপণটাই বিবেকের কাজ। বাংলায় Conscience-কে আমরা যে বিবেক বলি সেটাকে একভাবে ঐ সংস্কৃত বিবেকের কাছাকাছি আনা যায়। যেমন—তোমার এই আচরণ ন্যায়সঙ্গত বা ভালো, অপরটি তা নয় অর্থাৎ মন্দ। কিন্তু ফ্রয়েড বারবার বলেছেন অধিশস্তা দিয়ে সত্যিকারের মানুষ গঠিত হয় না।

এই সত্যটি প্রত্যেক মনঃসমীক্ষক তাঁর ক্লায়েন্টকে শেখানোর চেষ্টা করেন। কারণ পুনঃ পুনঃ বলছি শুধু অধিশাস্তাকে সম্বল করে, সমাজ বা ব্যক্তি ক্ষণিকের বেশি বাঁচবে না। এধরনের ব্যক্তি একটু আড়াল পেলেই তার সুপ্ত ভোগবাসনা চরিতার্থ করার চেষ্টা করবে—অতঃপর ফ্রয়েড আমাদের বোঝাতে চেয়েছেন কি করে Ego (অহং) বা Super Ego তৈরি হয়। কারণ জন্মের সময় তো থাকে শুধু Id (আমি সুখে শুয়ে থাকবো, মাতৃদুগ্ধ খাবো আর আরামে ঘুমোবো), অতঃপর মানুষের এত শিক্ষা বা বিদ্যা হয় কোথা থেকে? শিক্ষা এবং বিদ্যার মধ্যে একটা বেশ বড় তফাৎ আছে। প্রাসঙ্গিক না হলেও বলে রাখা ভালো ভেবে উল্লেখ করছি। রবীন্দ্রনাথ 'শেষের কবিতা'তে বলেছেন কমল হীরার একটা ভার (ওজন) আছে। আর তার একটা দীপ্তি আছে। এই ভারটাকে বলি শিক্ষা আর দীপ্তিটাকে বলি বিদ্যা। আমাদের Ego এবং Super Ego দুটিই কিন্তু শেখা জিনিস। এবং শেখা জিনিস যেমন হয়, এদুটিও তেমনি। যদি কেউ দুর্ভাগ্যক্রমে ভুল শেখে তবে তার পরিণত বয়সে চলার পথও ভুল কণ্টকাকীর্ণ হবে। আমরা অনেক সময়ই ভুল না শিখলেও অসম্পূর্ণ শিখি। আমার নিজের দেখা একটা উদাহরণ দিচ্ছি। শিক্ষক থাকাকালীন অনেক সময় ছাত্রদের জিজ্ঞেস করেছি—'তুমি কি মিথ্যা বল?' তখন উচ্চঃস্বরে উত্তর পেয়েছি—'না স্যার, কখনও বলিনি।' 'বলো তো মিথ্যা বললে কী হয়?' উত্তর এল নানা রকম। কেউ বলল মিথ্যা বললে পাপ হবে, কেউ বলল মিথ্যা বললে একদিন না একদিন ধরা পড়বই, তখন শাস্তি পাব, কিন্তু কেউই বলল না মিথ্যা বললে ঠিক কী হয়। এ বিষয়ে একটি সুন্দর গল্প আছে। 'Excalibar'-এর রাজা আর্থারকে তার গুরু শেখাচ্ছেন, কথাগুলি যথাযথ রাখবার জন্য আমি গুরুর বাক্যটি ইংরেজিতেই রাখছি— 'Whenever you tell a lie you kill (destroy) a part of your environment.'

পাঠককে অনুরোধ কথাটা নিয়ে একটু ভাববেন। কিন্তু এই উত্তর আমাকে কেউই দেয়নি। প্রিয় পাঠক, আপনার কাছে যে শিক্ষার্থী আসবেন তাঁকে এটাও শেখাবার চেষ্টা করবেন। ফ্রয়েড বলেছেন আমাদের Ego-কে আমরা বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করি আমাদের Ego-instinct (অহমিকা প্রবৃত্তি)দিয়ে (সংস্কৃত ভাষায় এটাকে বলা যায় 'আশী')। আর

আমাদের Ego-কে আমরা ভালোও বাসি। (আমাদের Ego libido (আহমিক কাম) দিয়ে)। এই দুটি সম্বন্ধে জানতে হলে পাঠককে পড়তে হবে ফ্রয়েডের প্রবন্ধ On Narcissism। তার আগে আর একটা কথা যেটা ফ্রয়েড স্পষ্ট করে বলেননি কিন্তু আমার শিক্ষক শ্রী তরুণচন্দ্র সিংহ বারবার বলতেন—এই যে ত্রিধা বিভক্ত psyche, শুধু এইটুকু বললে বিষয়টা পরিষ্কার হয় না। তরুণ স্যার বুঝিয়ে বলেছেন—এদের চালনা করার জন্য একটা Self ধারণা করার দরকার, যে Self-এর কাছ থেকে Ego তার libido (প্রেম-ভালোবাসা) পাচ্ছে।

এরপরে Ego সম্বন্ধে ফ্রয়েড এর গবেষণার আর একটা দিক সংক্ষেপে পাঠকের কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করছি। আমরা ইতিমধ্যে পাঠককে বলেছি—Ego এবং Super Ego Id-এর ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রিত করে। টেকনিক্যাল ভাষায় একে বলা হয় censor করা। যেমন সিনেমা সর্বসমক্ষে প্রদর্শিত হওয়ার আগে সেটিকে censor করে তার থেকে কিছু আপত্তিজনক দৃশ্য কেটে বাদ দেওয়া হয়। এই Id-এর ইচ্ছাও' সেইভাবে censor করে Ego এবং Super Ego-এরা দুজনে।

যখন আমাদের মনে একটা ইচ্ছার উদয় হয় (Ideational presentation of a wish) তখন এই Ego এবং Super Ego সেটিকে যাচাই করে দেখে যে সেটির পরিপূর্তি ঘটতে দিলে ব্যক্তির (এখানে এই ব্যক্তিসত্তার অভিধা পরিস্ফুট করবার জন্য ড. সিন্‌হার Self-টা আনা দরকার হয়ে পড়ে) সুখের চেয়ে পরিণামে দুঃখই বেশি হবে তখন এই ইচ্ছাটাকে নির্বাসনে পাঠানো হয় (Repression)। Repression (অন্য নাম after expulsion বা সংজ্ঞান মনে ঢুকবার পর তাকে ঝেঁটিয়ে বার করা Ego-র একটা প্রধান কাজ)। Ego-র যেখানে বাসস্থান সেটিই হল মনের সংজ্ঞানভূমি। কোনো রকম অসামাজিক ইচ্ছা দিয়ে Ego সেই পরিবেশকে কলুষিত করতে চায় না। কিন্তু এই repression বলার পরেই অনেক ঝামেলা শুরু হল। Jean-Paul Sartre ফ্রয়েডের এই repression (অবদমন)-থিয়োরিকে সবলে আক্রমণ করেছেন। সার্ত্র তাঁর 'Being and Nothingness' বইতে দেখিয়েছেন—Being-in-itself (matter) এবং being-for-itself (mind)-এর পার্থক্য। প্রসঙ্গত সার্ত্র বলেছেন ফ্রয়েডের Ego theory, বিশেষত তাঁর censor ক্রিয়াকলাপটিকে, মানা যাবে না। কেননা যেটিকে অবদমন করতে হবে সেটির শুদ্ধতা অশুদ্ধতা জানতে হলে সেই ইচ্ছার তো সংজ্ঞান মনে উপস্থিতি চাই। একবার সংজ্ঞান মনে প্রবেশ করলেই তো আর অবদমনের কোনো অর্থই থাকছে না। ইউরোপে এই ঝগড়া এককালে খুব তুঙ্গে উঠেছিল। যদি কেউ এবিষয়ে বেশি জানতে চান তবে একটি বই দেখতে পারেন। বইখানির নাম Irrationality : The Philosophy of Psychoanalysis—Sebastien Gardner-1993, Chapter-II, III। এখানে একটা কথা না বলেই পারছি না, বিখ্যাত মনোবিশ্লেষক ড. গিরীন্দ্রশেখর বাসু তাঁর repression সম্বন্ধে যে বই লিখে D.Sc. উপাধি পেয়েছিলেন সেই বক্তব্য প্রতিটি ভারতবাসীরই জানা উচিৎ। গিরীন্দ্রশেখরের 'The Theory of Opposite Wish' এক অভিনব এবং অনবদ্য সৃষ্টি। এটিতেও ফ্রয়েডের opposite wish

(বিপরীত ইচ্ছা)-এর থেকে কিছুটা পার্থক্য করে opposite wish-কে বোঝানো হয়েছে। উদাহরণের সাহায্যে দুজনের বক্তব্য বোঝাতে চেষ্টা করছি। তবে পাঠক, ভাববেন না আমি Ego থেকে সরে গেছি। কারণ একটা ইচ্ছার বিপরীতমুখী ইচ্ছা তৈরি করে বেশ সাফল্যের সঙ্গে প্রথম ইচ্ছাটাকে দমিয়ে রাখা যায়। এবার উদাহরণটি—ধরুন আমার ইচ্ছা হল আমি টাকা রোজগার করব। এর opposite হিসেবে ফ্রয়েডের Ego বলবে যে আমি টাকা দান করতে চাই। অন্যদিকে গিরীন্দ্রশেখরের ফরমুলাটি কি চমৎকার দেখুন।

ইচ্ছা—আমি টাকা আহরণ করিতে চাই।

বিপরীত ইচ্ছা—আমি টাকা হইয়া আহৃত হইতে চাই।

এরপর একটা মজার কথা বলি। Ego যদিও মনোরাজ্যের রাজা তবুও তাকে তিনজনের মন জুগিয়ে চলতে হয়। এই ব্যাপারটিকে ফ্রয়েড একটি ছবির মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন।

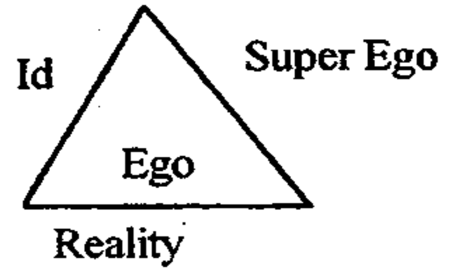

এবার ছবিটি ব্যাখ্যা করছি। Ego-র একটি দায়িত্ব হল Id-কে বোঝানো যে—'তোমার এই ইচ্ছাটিই সর্বনাশা।' ইচ্ছা তো মানুষের যা খুশি হতে পারে। আগুনের লেলিহান শিখা এবং তার সোনার বরন দেখে শিশুর ইচ্ছা হতেই পারে ঐ শিখাকে জড়িয়ে ধরি। অগ্নির বর্ণনায় আমরা পাই—'সুবর্ণ বর্ণম্ অমলম্ সমিধ্বং বিশ্বতোমুখম ...' ইত্যাদি। অগ্নিশিখা সুন্দর এবং পবিত্র, পুরাণে বলা হয়েছে অগ্নি দেবগণের মুখ। কিন্তু অগ্নিকে আলিঙ্গন করলে তো দেহের নাশ হবে। ফলে এই ইচ্ছাই ব্যক্তির শেষ ইচ্ছায় পরিণত হতে পারে। ফ্রয়েড বলেছেন যদি শিশুকে তার সব ইচ্ছা পাইয়ে দেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া যায় তবে সেই শিশু এক মিনিটেরও বেশি বাঁচবে না। তাই ইচ্ছাকে বুঝে শুনে পরিতৃপ্ত করতে হয় বা অবদমিত রাখতে হয়। এই গেল একটা দিক। ইচ্ছার সঙ্গে বাস্তবের সমঝোতার দিক। আর একটি দিক হল ইচ্ছার সঙ্গে নৈতিকতার সমঝোতার দিক। ফ্রয়েডের রিসার্চে আমরা পাই যে প্রত্যেক শিশুরই ইচ্ছে হয় যে সে তার মাকে বিয়ে করবে। ফ্রয়েড এটিকে বলেছেন ইদিপাল ইচ্ছা। কিন্তু একটি বাচ্চার তার মাকে বিয়ে করা কোনো সমাজেই চলে না। এটা কেবল জন্তুদের মধ্যেই দেখা যায়। নাট্যকার সোফোক্লিসের বিখ্যাত নাটক রাজা অয়দিপাউস-এ সোফোক্লিস এই ইচ্ছার চরম পরিণতি দেখিয়েছেন। বিখ্যাত নাট্যকার এবং আবৃত্তিকার শ্রী শম্ভু মিত্রের গলায় এই 'রাজা অয়দিপাউস'-এর এক সিডিও পাওয়া যায়। এই ইচ্ছাকে অবদমিত করবার জন্য Ego Super Ego-র সাহায্য নেয়।

Psycho-analysis শাস্ত্রে আমরা পাই যে Ego-ই আমাদের কার্যশক্তির আধার। আমরা যে হাত-পা নাড়ি বা চলে ফিরে বেড়াই সেগুলোর মধ্যে যে সুসংবদ্ধতা থাকে, তা ইগো-ই করে। এমনকি আমাদের মুখের ভাষার মধ্যে যে কর্মশক্তি সেটাও ইগোরই

দান। একটি চমৎকার উদাহরণ—মহাভারতে সভাপর্বে শ্রীকৃষ্ণ যখন সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে ধৃতরাষ্ট্রের কাছে দূত হয়ে এসেছেন, তখন ধৃতরাষ্ট্র কৃষ্ণকে শোনালেন—'ছেলেরা আমার কথা শুনছে না।' তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বলেছিলেন— 'মহারাজ, আপনার বাক্যে যদি কার্যশক্তি থাকিত তবে তো এইরূপ হইত না।' এই যে কার্যশক্তি যা বক্তার বাক্যকে শক্তিমান করে, শ্রোতার শ্রবণশক্তিকে বক্তার বচনের তাৎপর্য গ্রহণের ক্ষমতা যোগায়, সে সবই ইগো করে থাকে। এই প্রসঙ্গে ফ্রয়েড বলেছেন—The Ego is the executive organ of the reality principle. এই প্রসঙ্গে আবার একটা নতুন কথা এসে পড়ল। ফ্রয়েডের একটা অভ্যাস ছিল মনের কাজকে বিপরীতমুখী জোড়া জোড়া অর্থসূচক বাক্য দিয়ে প্রকাশ করা। ফ্রয়েডের এই pairing-কে হার্টম্যান (Hartmann), লোয়েনস্টাইন (Lowenstien) এবং ক্রিস (Chris) ঠাট্টাও করেছেন—'উনি তো সব বৃত্তির একটা বিপরীত বৃত্তি না দেখে পারেন না, কিন্তু বিপরীত বৃত্তিতো আছে। যেমন ইগোর এই রিয়ালিটি প্রিন্সিপল-এর বিপরীতটি হল pleasure principle।' ফ্রয়েডের Pairing theory-র একটি দৃষ্টান্ত হল reality principle বা বাস্তব বলছে—'আমি ছাদ থেকে লাফ দিলে পড়ে মরব।' কিন্তু এর উল্টোটি (pleasure principle) বলছে 'তোমাকে উড়তেই হবে। আমি পড়তে চাই না।' তখন reality principle বলে—'তবে glider-এ চেপে ওড়ো।' ফ্রয়েড বলেছেন যে, reality principle pleasure-এর শত্রু নয়, সে তাকে বদলে নিয়ে সাধনযোগ্য এবং ভোগযোগ্য করে তোলে। (The Reality Principle while entering into the service of the pleasure principle causes the latter to be appreciably modified to confront the demands of the outside world.)

এইসব কথার পাশে একটা কথা খুব জরুরি—এই ইগো (যার ঘাড়ে এত কাজের বোঝা), আর এই ইদ (যা আকণ্ঠ নিমজ্জিত বাসনার সমুদ্রে) আর এই সুপার ইগো (যার দেবতাত্মা হিমালয়ের মতন নীতির বোঝা নিয়ে অতিসাবধানে পা ফেলে সংসারে নিজেকে সংরক্ষণ করে রাখছে—বস্তুত আমাদের নীতি এত যে কুড়িজন নীতিশাস্ত্রকার বা ধর্মশাস্ত্রকার আজীবন লিখেও তা শেষ করতে পারেননি।) তার পরিচয় কী? ক্রিশ্চানদের নীতি আমরা পাই তাদের Ten Commandments-এর মধ্যে। এই Ten Commandments-এর স্রষ্টা Moses সম্বন্ধেও ফ্রয়েড এক সুন্দর প্রবন্ধ আমাদের উপহার দিয়েছেন। সে যাইহোক, যে কথা বলছিলাম 'ইগো'—তুমি কার?—এ বিষয়টি আলোচনা করতে হলে ফ্রয়েডের 'নার্সিসিজম্' (Narcissism) প্রবন্ধটি দেখে নেওয়ার দরকার। নার্সিসিজম-এর গল্প বহুজনবিদিত। কিন্তু ফ্রয়েড নার্সিসিজম-এর অভব্য দিকটি বেশ বিশদে প্রকাশ করেছেন। সহজ ভাষায় একে আমরা বলতে পারি নগ্ন স্বার্থপরতা। অপরদিকে ক্লাইন (Klein) একটা হেল্দি বা সুস্থ নার্সিসিজম-এর কথা বলেছেন। যেটির অর্থ হল 'আত্মানং সততং রক্ষেৎ'।

আমরা এতক্ষণ দেখেছি যে ইগো আমাদের পেশীকে কর্মশক্তি যোগায় এবং আমাদের বাক্যকে কার্যশক্তি যোগায়। পরবর্তীকালের গবেষকরা বিশেষত Max Schur [ইনি একজন মনঃসমীক্ষক এবং ফ্রয়েডের ব্যক্তিগত চিকিৎসক (personal physician)

ছিলেন] বলেছেন যে, আমাদের শরীরের সংবেদীয় ও চেষ্টীয় নিয়ন্ত্রণ (sensory-motor control), স্নায়বিক গঠন (neural structure) এবং আমাদের ভাষা (language)-এগুলি সবই ইগোর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। আমি একটি রেফারেন্স দিচ্ছি, বইখানি রাজাবাজার বিজ্ঞান কলেজের সাইকোলজি ডিপার্টমেন্টের লাইব্রেরিতে পাওয়া যাবে— 'Comments on the Metapsychology of Somatization : Psychoanalytic Study of the Child, Vol 10, pages 119-164 বিজ্ঞান কলেজের লাইব্রেরিতে এই স্টাডি ৩৫টি খণ্ডে আছে। আগ্রহী পাঠক বিভাগীয় প্রধানের অনুমতি নিয়ে দেখে নিতে পারেন।

প্রসঙ্গত আমাদের বন্ধু বা জীবনসঙ্গিনী বা সঙ্গী পছন্দের মূলে ইগোর কিরকম সুতোটানা আছে, সেটি আসুন একটু দেখে নিই। আমার কাকে পছন্দ হয় (Object Choice) এ বিষয়ে ফ্রয়েড দু ধরনের ইঙ্গিত দিয়েছেন। একটিকে উনি বলেছেন— ১. Anaclitic Choice (অন্যাশ্রয়ী রুচি) : (I Like one who can protect me like my father or tends me like my mother), : অর্থাৎ আমার বাবার মতন এক শক্তিশালী সত্তাকে আমি পছন্দ করি যে আমাকে দুঃখে ত্রাণ করতে পারবে, অপরদিকে আমার স্নেহময়ী মায়ের মতন এক কোমলসত্তাকে আমার চাই যে আমাকে ভালোবাসায় ভরিয়ে দিতে পারবে। দ্বিতীয় ধরনটি হল : ২. Narcissistic Choice (স্বকামজ রুচি) : (I want somebody who is like me as I am or I was or I would like to be in future. — অর্থাৎ আমি একজন বন্ধু চাই যে আমার মতন কিংবা আমি যেমন অতীতে ছিলাম বা আমি যেমন উত্তরজীবনে হতে চাই সেরকম। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে এই Choice-এর সংঘাত হলে দাম্পত্য জীবন মলিন হয়ে উঠতে পারে। এই প্রসঙ্গে একটা কথা উঠে আসছে যে Ego-র কাজগুলির মধ্যে একটি প্রধান কাজ হল ডিফেন্স তৈরি করা। যেমন আমাদের দেশ রক্ষার জন্য বাহিনী আছে— যারা বায়ুসেনা, নৌসেনা ইত্যাদি বিভাগে অবস্থিত। শত্রু এলে দেশের রক্ষার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং নানারকম কৌশলে সেই কাজ সুসম্পন্ন করে। দেশের শত্রু সাধারণত বহিরাগত কিন্তু মনের শত্রু মুখ্যত অশিষ্ট ইচ্ছা। শত্রু রূপধারী এইসব শত শত ইচ্ছার সারাংশ হল উদ্বেগ বা anxiety। সাইকোঅ্যানালিটিক সাহিত্যে একটা সুপ্রচলিত উদাহরণ আছে। কোন এক সময় একটা শেয়াল একটি আঙুর গাছের তলায় এসে আঙুর ফলগুলো দেখে তার মনে সেসব টুসটুসে আঙুর খাওয়ার ইচ্ছে হল। শেয়ালটি তখন ঘাড় উঁচু করে এবং লাফিয়ে আঙুর পাড়তে চাইল। কিন্তু কিছুতেই যখন নাগাল পেল না তখন বিষণ্ন মনে চলে যাবার সময় নিজেকে বলল—'ও আঙুর টক! আমি খাইনি ভালই হয়েছে।' এইটি একপ্রকার ডিফেন্স। অন্যথায় শেয়ালটিকে মনে করতে হত আমি আঙুরের নাগাল পেতে অসমর্থ হলাম। হায়, আমি আঙুরটা খেতে পেলাম না। এবং এইসব অপারগতার স্মৃতি তাকে অহরহ মানসপীড়া দিত। সেই পীড়া থেকে বাঁচবার জন্য শেয়ালটির Ego চট করে মনের মধ্যে ঐ চিন্তাটি মূর্ত করে তুলেছিল যে—আঙুর তো টক, খাইনি ভালোই হয়েছে। এ বিষয়ে আর একটি সুন্দর গল্প বলে প্রসঙ্গ শেষ করছি। এক বৃদ্ধা অবিবাহিতা মহিলার রাত্রে শুয়ে কেবল মনে হত ঘরে কেউ ঢুকেছে। তিনি রাত্রে

কয়েকবার উঠে খাটের তলায় উঁকি মারতেন এবং জানলার পর্দা সরিয়ে দেখতেন কেউ পর্দার আড়ালে লুকিয়ে আছে কিনা। ব্যাখ্যা : পাঠকের কি হ্যামলেটের কথা মনে হচ্ছে? তা হতে পারে। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে ঐ মহিলার হাতে lance ছিল না এবং পর্দার আড়ালে কোনো ব্যক্তিও ছিল না। সে যাই হোক আমাদের আলোচনায় ফিরে আসি। একদিন তার পরিচারিকা তাকে এরকম মাঝরাতে খোঁজাখুঁজি করতে দেখে বলল : 'মাইজি আপনি একি করছেন? রাতে তো আপনি ঘুমোতেই পারছেন না।' মহিলাকে তখন বলতেই হল : 'ওরে তুই ছেলে মানুষ কি বুঝবি? এইভাবে সাবধান হয়ে তবে তো আমি ঘুমোতে পারব। নয়তো মাঝ রাতে কেউ যদি আমার ওপর চড়াও হয় তখন আমিও মরব, তুইও মরবি।' সাইকোঅ্যানালিসিসের ফলে বোঝা গেল এই অবিবাহিত মহিলার মনে একটা সুপ্ত ইচ্ছা ছিল যে রাতে তার ঘরে কোনো পুরুষ লুকিয়ে থাকুক এবং চড়াও হওয়ার ভঙ্গিতে তাকে স্পর্শ করুক। সাধারণত এই ধরনের ডিফেন্সকে বলে reaction formation। আমরা প্রতিনিয়তই reaction formation করে চলেছি। বাবার আনা আইসক্রিম দেখে আমার তখুনি খুব খাওয়ার ইচ্ছে হল। কিন্তু মা যখন বললেন—'তোর কি খুব ইচ্ছে হচ্ছে? একটু দেরি কর, সবাইকে ভাগ করে দিচ্ছি।' তখন আমি সভ্য হবার জন্য বলি—'না না আগে ভাইকে দাও, তারপর আমাকে দিও।' আসলে আমারই আগে খাবার ইচ্ছে।

এবারে তুলনামূলকভাবে আর একটু গুরুগম্ভীর আলোচনায় যাই। ফ্রয়েড্ যখন প্রথম মনকে তিনটি অংশে ভাগ করেছিলেন তখন বলেছিলেন যে আমাদের মনের তিন অংশ হল : সংজ্ঞান, আসংজ্ঞান ও নির্জ্ঞান। একথা আগেই বলা হয়েছে। এরপরে ফ্রয়েড যখন তিনটি স্ট্রাকচারে ভাগ করলেন (যথা Id, Ego, Super Ego) তখন স্বভাবতই প্রশ্ন উঠলো কার বাসস্থান কোথায়?

প্রথমত, আমাদের মনে হয় যে Ego-ও বুঝি সংজ্ঞান মনের অধিপতি কিন্তু ফ্রয়েড দেখিয়েছেন অচেতন বা নির্জ্ঞান Egoও আছে। আরেকটি বইয়ে Ego সম্বন্ধে নানাবিধ তথ্য পাওয়া যাবে। বইখানি হল 'General Introduction to Psychoanalysis' – Dr. Sigmund Freud (English translation by Joan Riviere ; Perma Giants, 14 West 49th Street, New York)। পাঠকের অবগতির জন্য এই বইখানির index-এ Ego সম্বন্ধে যে যে উদ্ধৃতি আছে তা এখানে প্রকাশ করছি। পাঠক যদি এইগুলি জানতে চান তবে বইটি সংগ্রহ করে পড়ে নেবেন।

Index-এর চারশত সাত পৃষ্ঠায় রয়েছে—

'Character traits of Ego' (পৃষ্ঠা-২৫৬-২৫৭, ২৬২);

'Counter Charges from the Ego (পৃ.-৩১৫, ৩২৭, ৩৫৬);

'Development of the Ego' (পৃ. ৩০৭-৩১২)

'Disintegration of the Ego' (পৃ. ৩৬৬, ৩৭১)

'Libido and Ego' (পৃ. ৩২৫-৩২৬, ৩৩১, ৩৩৬, ৩৫১, ৩৫৮-৩৬১, ৩৮০, ৩৯৫-৩৯৬)

'Neurosis and the Ego' (পৃ. ৩৩২-৩৩৪)
'Psychology of Ego' (পৃ. ৩৬৬, ৩৭০)
'Repression and Ego' (পৃ. ২৫৯)
'Sexuality and Ego' (পৃ. ৩০৭, ৩৩১, ৩৫৯)
'Ego-ideal' (পৃ. ৩৭১)
'Ego-instincts' (পৃ. ৩০৫, ৩০৬-৩১২, ৩৫৭-৩৫৯, ৩৬৩, ৩৭১)
'Ego-libido' (পৃ. ৩৬১, ৩৬৩, ৩৭১, ৩৮৯)
'Egoism in Children' (পৃ. ১৮১, ২৯২)
'Egoism in Dreams (পৃ. ১২৭, ১৮১, ২০১)
'Egoism in Neurosis' (পৃ. ৩৫০)
'Narcissism and Egoism (পৃ. ৩৬২)

আমি ওপরে এই যে এত কথা লিখলুম এর একটিই কারণ যে, Ego-র কোন কোন দিক নিয়ে ফ্রয়েড কত পাতা লিখেছেন তা পাঠক যাতে সহজে বুঝতে পারেন। এইবার আমি সংক্ষেপে ওপরের বিষয়গুলি একটি একটি করে ব্যাখ্যা করছি।

Character traits of the Ego : Character trait-কে আমি পরিচয় বলব। অর্থাৎ Ego-র পরিচয় কিসে? যেমন আমরা জানি মহাত্মা গান্ধীর পরিচয় তাঁর সত্যনিষ্ঠায় এবং অহিংসায়। প্রসঙ্গত একটা অন্যকথা বলি Erik Erickson ভারত সরকারের আমন্ত্রণে ভারতবর্ষে ছয়মাস থেকে মহাত্মা গান্ধীর ওপর গবেষণা করে একটি বই লেখেন, যার নাম 'Gandhi's Truth'। আমি মনে করি এটি আমাদের পড়া উচিৎ। তেমনি Ego-র পরিচয় হল তার বুদ্ধিমত্তায়। আগেই যেমন বলেছি ধর্ম দুরকম। নীতিধর্ম এবং যুক্তিধর্ম। Ego হল যুক্তিরাজ্যের অধীশ্বর। যুক্তিকে ইংরেজি ভাষায় বললে logic বলা উচিৎ আর সংস্কৃততে বললে ন্যায় বলা উচিৎ। সব দেশের সব কালের মনীষীরাই যুক্তি নিয়ে গবেষণা করেছেন। ফ্রয়েডের Ego তাদেরই একটি। যেমন যুক্তিবিদ্যা বা logic না জানলে মানুষের জানা সম্পূর্ণাঙ্গ হয় না, তেমনি logic কিন্তু খুব শক্ত নয়, অবশ্য সব বিদ্যার মতনই advanced logic খুব শক্ত। Copi-Cohen-এর 'Introduction to logic' প্রাথমিক শিক্ষার্থীর পাঠ্য। এরপরে আরো অনেক পড়ার বই আছে। যেমন Bull-এর 'Systems of Thought' এবং ফ্রয়েডের 'Ego Psychology'। Ego-র পরিচয় তার বুদ্ধি এবং যুক্তিতে। Ego এই বুদ্ধিকে প্রধানত প্রয়োগ করে অসামাজিক তথা অনৈতিক ইচ্ছাকে নির্বাসনে পাঠাতে ও নির্বাসিত রাখতে। পাঠকের হয়তো মনে আছে আমি প্রসঙ্গক্রমে Bellak-এর নাম বলেছিলাম। Bellak অবশ্য Ego-র চৌদ্দটি trait-এর কথা বলেছেন। কিন্তু আমরা যেহেতু ফ্রয়েড আলোচনা করছি সেজন্য Bellak প্রসঙ্গে বেশি ভেতরে যাইনি। উৎসাহী পাঠক অবশ্য Bellak-এর বই পড়ে দেখতে পারেন ('Ego Functions in Neuroses and Schizophrenia' এটি Wiley প্রকাশনার বই।) প্রবন্ধের শেষ অংশে আমরা কয়েকটি প্রধান Ego-Function সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব।

Counter Charges from the Ego

পাঠক এতক্ষণে বুঝতেই পেরেছেন Ego-র রক্তচক্ষু নিক্ষিপ্ত হবে সেইসব ইচ্ছার দিকে যেগুলির পরিচয় পেলে সমাজ আমাদের শাস্তি দেবে। এদের মধ্যে বেশিরভাগই অবৈধ যৌনবাসনা। ফ্রয়েডের মতে এদের মধ্যে প্রধান হল incest. (incest দুরকম : mother-son incest; father-daughter incest)। ফ্রয়েডের একটি প্রবন্ধও আছে, যার শিরোনাম হলো 'The Horror of Incest'। ফ্রয়েড বলেছেন এমন কোনো দেশ কাল জাতি বা সভ্যতা নেই, যেখানে ইডিপাস দেখা যায় না, কিন্তু Nicole-এর একটি ছোটো বই আছে, যেখানে তিনি ইডিপাস বর্জিত জাতির অস্তিত্ব দেখিয়েছেন। সোসাল অ্যানথ্রোপলজিস্ট আছেন, সকলের নাম করা সম্ভব নয়, তবে মার্গারেট মিড (১৯০১-১৯৭৮), ইনি কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে Franz Boas-এর ছাত্রী ছিলেন। ১৯২০-র দশকে এবং ১৯৩০-এর দশকেও কালচার অ্যান্ড পারশনালিটি মুভমেন্ট ইন অ্যানথ্রাপলজির সঙ্গে জড়িত বিজ্ঞানীদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় এই মিড। তাঁর প্রধান বই দুটি হল : ১. 'Coming of Age in Samoa' (১৯২৮), ২. 'Growing up in New Guinea (১৯৩০)। এঁর আর একটি বহুপঠিত বই হল 'Sex and Temperament in Three Primitive Societies' (১৯৩৫)। এই তিনটি ছাড়াও অবশ্য মিডের অসংখ্য প্রবন্ধ ও বই আছে। সে যাইহোক আমরা ফ্রয়েডে ফিরে আসি।

Development of the Ego

যদিও ফ্রয়েড বয়স অনুসারে Ego-র প্রকাশের বৈচিত্র্য দেখিয়েছেন তবুও পরবর্তীকালে ফ্রয়েডের ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা যে Ego Psychology তৈরি হয়েছিল সেখানে এই বিষয়টির সমধিক পঠনপাঠন হয়েছে।

Disintegration of the Ego

এতক্ষণ ধরে আমরা বারবার বলে যাচ্ছি যে Ego আমাদের অশালীন এবং অভব্য আচরণ তথা ইচ্ছাকে নানাভাবে নিরস্ত করার চেষ্টা করে। কিন্তু এই দ্বন্দ্বে কখনও কখনও Ego-রও বিনাশ হয়। Ego-র আংশিক বা সম্পূর্ণ বিনাশের কয়েকটি পরিস্থিতি বলছি। আমাদের ঘুমের সময় Ego খানিকটা সুপ্ত হয়ে যায়। এবং আমরা যেমন ঘুমের ঘোরে দিক ভুল করি, Ego-ও সেরকম ঘুমের ঘোরে দিক ভুল (আক্ষরিক অর্থে পথভ্রষ্ট) হয়। অর্থাৎ সুবিচার ও কুবিচারের পার্থক্য ভুলে যায়। কোনো কোনো মানসিক অসুখে Ego কাজ করার ক্ষমতা হারায়। এর মধ্যে যে অসুখগুলোকে আমরা Neuroses বলে জানি (যেমন—হিস্টিরিয়া, শুচিবায়ুগ্রস্ততা জাতীয় বাতিক ইত্যাদি অসুখে—যাদের সামগ্রিকভাবে psychoneurosis বলে), সেইসব অসুখে Ego আংশিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। আর schizophrenia জাতীয় অসুখে— যাদের সংক্ষেপে psychosis বলে— Ego একেবারে ধরাশায়ী হয়, psychoanalysis-এর ভাষায় Ego is overpowered : এইসব অসুখে আক্রান্ত ব্যক্তিদের Ego একেবারেই কর্মক্ষম থাকে না।)

এতক্ষণ তো আমরা কেবল Ego Ego বলে যাচ্ছি। কিন্তু Ego-র কার্যাবলী সম্বন্ধে আরেকটু বিশদ না বললে বোধহয় পাঠকের সঙ্গে অবিচারই করা হবে। তাই পাঠকের সঙ্গে সুবিচার করার উদ্দেশ্যে আমি Ego-র ফাংশন বা কাজকর্ম সম্বন্ধে দু-এক কথা বলছি। এগুলি ফ্রয়েড নিজে বলেননি, মূলত এগুলি Bellak-এর কথা। কিন্তু Ego-কে বোঝবার জন্য এগুলি জানা খুব প্রয়োজন, তাই যদিও আমার নিবন্ধের শিরোনাম 'ফ্রয়েডের দৃষ্টিতে অহং' (Ego) তবুও আমি পাঠকের সম্যক অবগতির জন্য বেলাকের Ego-Function সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করছি। বেলাক বলেছেন ইগোর কমবেশি চোদ্দটি কাজ।

১. Distinction between inner and outer stimuli—এই বাক্যটি বাংলা অনুবাদ তো করাই যায় কিন্তু তাতে বোঝবার বিশেষ সুবিধা হবে না। তাই আমি বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করছি। ধরুন আপনি পথে হাঁটছেন, মনে হল কেউ আপনাকে ডাকছে, ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলেন ডাকবার মতন কেউ নেই। তখন আপনি ভাবল্লেন সত্যি সত্যি কেউ ডাকেনি। আমার মনে হয়েছে ডেকেছে। এই যে সংশয়—'আমার কানে বাইরে থেকে কোনো ধ্বনি এসে ঢুকল না আমার মনের ভেতর থেকেই ধ্বনিটা উঠল', এই সংশয়ের নিরসন করে ইগোর যে ক্ষমতাটি, সেটিই হল বেলাকের মতে ইগোর এক নম্বর ক্রিয়া। যাকে উনি বলেছেন রিয়ালিটি টেস্টিং (ধরা যাক বাংলায় বলি বাস্তবের প্রকৃত অনুধাবন) আমার তো মনে হয় ইংরেজি নামই আরো সুন্দর। তাই আপাতত Bellak-এর দেওয়া ইংরেজি নামগুলিই রাখছি। কোনো সহৃদয় পণ্ডিত পাঠক এগুলির মনোগ্রাহী বাংলা করতে পারলে আমি সানন্দে তা গ্রহণ করব।

২. Sense of reality of self and of external world-এর প্রথম অংশ যার স্খলিত হয় তার হয়তো মনে হতে পারে আমার হাতটা দশ হাত লম্বা। আমি আমার মনঃসমীক্ষকের কাছে একটি রোগীকে দেখেছি, উনি ঘরে ঢুকছিলেন খুব সাবধানে যেন দরজার ফ্রেমে তাঁর শরীর না স্পর্শ করে। আমি অবাক হয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলুম এমন কাঁচুমাচু হয়ে ঢুকছেন কেন? তাকে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন : 'এসব কাঁচের তো, ধাক্কা লাগলে ভেঙে যাবে না?' ইগোর এই ফাংশনটি একটু বেশি খারাপ হলে সে ব্যক্তি আর সমাজে চলতে পারবেন না।

৩. Thought Process—(চিন্তনশৈলী) : আমাদের চিন্তা বাস্তবকে অতিক্রম করে না গেলেই হল। যেমন কেউ যদি ছাদে উঠে মনে করে আমি লাফ দিয়ে পাখির মতো উড়ে যাবো, তবে সেটাকে চিন্তা না বলে দিবা স্বপ্ন বলাই ভালো। বুঝতেই পারছেন কেউ যদি ছাদের আলসে থেকে পাখির মতো উড়ব বলে লাফ দেন তবে তিনি পাখি হয়ে না উড়লেও তাঁর প্রাণপাখিটি উড়ে যাবে।

৪. Analytic Synthetic Function—(আপাতত ইংরেজিটা রাখছি, Analytic বলতে J. L. Austin-এর Oxford-এ Linguistic Analytic Movement-এ যাওয়ার দরকার নেই, খুব সহজভাবেই Analytic বলতে বোঝা যায় কোনো জটিল জিনিস বিশ্লেষণ করলে যে যে অংশ বেরোয় সেটাই analytic এবং synthetic বলতে বহু

ক্ষুদ্রতর অংশকে একত্রীভূত করে কী করে এক বৃহৎ সাম্যে উপনীত হতে হয় সেই ক্ষমতা।

৫. Mastery Competence : আমি যতটা পারি সে সম্বন্ধে একটা সঠিক ধারণা দিচ্ছি। এই ব্যাপারটায় ইগো দুভাবে পথভ্রষ্ট হতে পারে। আমি যদি এক মিনিটে পাঁচটা অঙ্ক করতে পারি আর মনে করি যে এক মিনিটে পঁচিশটা অঙ্ক করে দেবো তবে আমাকে বলা হবে over confident ; আর যদি এর উল্টোটা হয়—অর্থাৎ পাঁচটা পারি, মনে করি দুটো পারি, তবে আমি হলাম under confident, যাকে হয়তো হীনমন্য বলা যায়। যার Ego ঠিক ঠাক কাজ করছে, সে over-ও নয় under-ও নয়। এই প্রসঙ্গে আর একটা দরকারী কথা বলা খুবই প্রয়োজন। ইগোর আত্মবিশ্বাস (confidence) আসে দুটি উৎস থেকে। একটি হল আমার অনেক সম্পদ আছে (from a sense of having wealth and possession) আর দ্বিতীয় উৎসটি হল—আমি ঠিক কাজ করেছি (from a sense of having done the correct thing)। এই প্রসঙ্গে যজুর্বেদের একটি মন্ত্র আমাদের সর্বদা মনে রাখা উচিৎ—'তন্মে মনঃ শিবসংকল্পমস্তু।' এরপরে একটা মজার ইগো ফাংশন বলছি।

৬. ARISE : অর্থাৎ Adaptive regression in the service of Ego, ইগোর এই কাজটি ব্যাখ্যা করতে হলে ফ্রয়েডের পাশাপাশি Jung (য়ুং)-কে স্মরণ করা উচিৎ। প্রথমে regression ব্যাপারটাকে বোঝাই। Regression হল progression-এর উল্টো অর্থাৎ পিছিয়ে পড়া। মনের জগতে পিছিয়ে পড়া বলতে বোঝায় সংজ্ঞান স্তর থেকে নির্জ্ঞান বা আসংজ্ঞান স্তরে ঢলে পড়া। হ্যাঁ হ্যাঁ পাঠক আমি জানি সংজ্ঞান, আসংজ্ঞান বা নির্জ্ঞান আমি ব্যাখ্যা করিনি। এগুলি এক এক করে বলছি। সংজ্ঞান মন হল আমাদের জাগ্রত অবস্থার মন (এই বিভাজনকে কিন্তু জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তির সঙ্গে তুলনা করবেন না)। এই জাগ্রত সংজ্ঞান মনে আমাদের অনুভূতি বা বৃত্তিগুলি গচ্ছিত থাকে। এগুলি প্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প এবং স্মৃতিনির্ভর। বড্ড কি দার্শনিক হয়ে যাচ্ছে? Explanation (ব্যাখ্যা): তা একটু হবে। পাঠক যদি এতে নাক সিঁটকোন তবে ফ্রয়েডের Project for a Scientific Psychology দেখলে কী বলবেন? নাকি সেটা তথাকথিত বিজ্ঞানের প্রান্তভূমিকে স্পর্শ করতে চাইছে বলে তাকে মাথায় তুলে প্রণাম ঠুকবেন। হে অনপেক্ষ পাঠক, আমি ধরে নিচ্ছি যে আপনি শুচি এবং দক্ষ। কিন্তু জানেন কি এখনও বিজ্ঞানের ইউনিফায়েড ফিল্ডের সমাধান আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়নি। Regression (প্রত্যাবৃত্তি) বলতে গিয়ে অনেক কথা চলে এল। এবারে regression-এর দিকে একটু regress করে তাকানো যাক। আমি যদি অর্থাৎ আমার Ego যদি সংবিতের ভূমি থেকে আসংজ্ঞান বা নির্জ্ঞানের দিকে পা বাড়ায় তবে আমি তো আমার সমগ্র পরিসরটিকে আর ধরতে পারব না। এটাই হল regression–যেটা মানুষের নেশা করলে হয় বা neurosis হলে হয়, এবং যে স্থিতিটা কখনই সমাজে আদরনীয় নয়। কিন্তু ঐ যে ইয়ুং এর কথা বলেছি উনি এমন একটা নির্জ্ঞান রাজ্যের হদিশ পাবার চেষ্টা করেছেন যেটিতে আমাদের পূর্ব পূর্ব জন্মের (অর্থাৎ পুরুষানুক্রমিক) জ্ঞান সঞ্চিত রয়েছে। ইয়ুং বলেন এই collective নির্জ্ঞান-এ যেতে পারলে আমাদের জ্ঞানের

ক্ষেত্রে লোকশানের বদলে লাভই হবে। বড় বড় শিল্পী লেখকরা এক লহমায় এই কালেকটিভ নির্জ্ঞানে প্রবেশ করে যে সঞ্চয় আহরণ করেন শত শত বর্ষের সংজ্ঞান সাধনাতেও তা পাওয়া সম্ভব নয়। হয়তো তার কারণ এখানে কাল অন্তহীন। যেমন 'নৈবেদ্য'তে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

' হে রাজেন্দ্র, তব হাতে কাল অন্তহীন,
বিলম্ব নাহিক তব, নাহি তব ত্বরা ...'

যাই হোক, regression যখন সুফলপ্রসবী হয় তখন তাকে আমরা adaptive regression বলি, এটিকে করা যায় না, এটি যার হয়, তার হয়। এহেন ইগো যদি আমাদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ না হয়, তবে কে হবে? এইসব কাজের মধ্যে কিন্তু ইগোর প্রধান কাজ হল শত্রুর মোকাবিলা করা। ইংরেজিতে যাকে ডিফেন্স বলা যায়। ডিফেন্স সম্বন্ধে আগে অল্প কিছু বলেছি। মনে রাখতে হবে ডিফেন্স বিষয়ে দুটি বক্তব্য আছে। একটি হল—ডিফেন্স এবং অপরটি হল ডিফেন্স মেকানিজম। ডিফেন্স কিসের জন্য দরকার, এইমাত্র তো বলেইছি শত্রুর মোকাবিলা করার জন্য। আমাদের দেশের শত্রু যেমন চারদিকের দেশ থেকে আসা অর্থাৎ বহিরাগত সৈন্যসামন্ত, যারা আমাদের দেশকে জয় করে তাদের অধীনে নিয়ে যেতে চায় যেমন একদিন ব্রিটিশরা করেছিল তেমনি মনের শত্রু কে হবে? মনকে জয় করা মানে কী? মনের বৃত্তিগুলি যদি নষ্ট হয় তবে মন বেঁচে থাকবে না। যার দ্বারা যে জীবিত থাকে, সেগুলিই তার বৃত্তি। যেমন, ব্রাহ্মণের যজন-যাজন, অধ্যয়ন অধ্যাপনার, বৈশ্যের কৃষি, গোরক্ষা পালন, ক্ষত্রিয়ের বাহুবল দ্বারা দেশরক্ষা (ধর্মযুদ্ধের দ্বারা) [এইসব উদাহরণগুলি অবশ্য বর্তমানে হুবহু প্রযোজ্য নয়।]।

প্রবন্ধ দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে। কিন্তু দেখছি কিছুই বলা হল না। সত্যই তো পাঠক ভাবুন তো দেখি, চার দশক ধরে ফ্রয়েড যত কাজ করেছেন এবং ছাব্বিশ খণ্ড ফ্রয়েডের গ্রন্থাবলীতে যত কথা লিখেছেন তা কি একটা প্রবন্ধে গুছিয়ে তোলা যায়—'গচ্ছতি ইতি জগৎ'। কিন্তু ক্ষুদ্র মানবকে এক জায়গায় এসে থামতে তো হবে।